দৈনিক ইনকিলাব

..051

তারিখ ...28 AUG. 1988...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 5 ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। আমাদের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক এবং এখনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষিকে নির্ভর করেই চলছে। মূলধন সরবরাহ, কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপকরণ সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৃহদায়তন শিল্প গঠনে সহায়তা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে আমাদের কৃষি সেক্টরের ভূমিকা এখনও অগ্রগণ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মত একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে- এখনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জোয়ার দেখা যায়নি। নিরক্ষরতা, ব্যবহারিক ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব, উপযুক্ত নির্দেশনা, পরিচালনা, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি এ ব্যাপারটিকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে। অথচ খাদ্য ঘাটতি পূরণ, বাড়তি জনসংখ্যার মুখে খাদ্য সরবরাহকরণ সর্বোপরি সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের কৃষির উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য আমাদের প্রতিটি অর্থনৈতিক উপকরণকে (যেমনঃ ভূমি, মানুষ, পানি, মূলধন, সংগঠন) নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহারিক ও উৎপাদনমুখী কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নির্দেশনাও থাকতে হবে। প্রতিটি অর্থনৈতিক উপকরণের সুচিন্তিত ও দক্ষ ব্যবহার করে যে কয়েকটি দেশ উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছেছে জাপান তার মধ্যে অন্যতম। রাশিয়া, চীন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে নেয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে তারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও গোড়ার দিক থেকে নজর দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে।

মানুষ গড়ার প্রথম বিদ্যাপীঠ হিসাবে আমাদের দেশে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর পড়াশুনা করছে।

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে ১৯৮৬ ইং সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের শতকরা হার দেখানো হলঃ

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩,৭১২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮,৭৯৩
মহাবিদ্যালয় জেনারেল	৭৪৬
মেডিকেল কলেজ	১০
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৪
বিশ্ববিদ্যালয়	৬
মাদ্রাসা	৩,৪৩৯

২। শিক্ষা গ্রহণের শতকরা হারঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয় (৫-৯ বছর)	৭৮
মাধ্যমিক	২৩
উচ্চ শিক্ষা	৪.৩৯

সূত্রঃ পরিসংখ্যান পকেট বই— বাংলাদেশ ১৯৮৭ ইং

মোঃ মুজিবুর রহমান

উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও শিক্ষা গ্রহণের হার এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়— এই পর্যায়টিকে আমরা উৎপাদন ও উন্নয়নের একটি প্রাথমিক স্তর ধরে নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এই পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক ও কারিগরি শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতের উৎপাদন শক্তি (Prodnetive Power) হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। ব্যবহারিক ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে ফল-ফুল, শাকসবজির বাগান, হাঁস-মুরগী পালন, বৃক্ষরোপণ, উন্নত ফসলের সাথে পরিচিতি, মৎস্য উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে গণ্য করা যায়। এতে করে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের উৎপাদন ও উন্নয়নের দিকে নজর পড়বে এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অভিভাবকদের সাহায্য করতে পারবে। আমাদের অভিভাবকরা যারা বেশীর ভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের অনেকেই আধুনিক কৃষি উৎপাদনের সাথে তেমন পরিচিত নন। সুতরাং আমাদের শিশুরা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা পেলে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে অভিভাবকদের চোখ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

আমাদের দেশ গ্রামপ্রধান এবং গ্রামবাসীর শতকরা ৯০ জনই কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ জরিপ নিলে দেখা যাবে যে, আমাদের শিশু-কিশোর যারা প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করছে, তারা তাদের লেখাপড়া ছাড়াও সকালে-বিকেলে, অবসর মুহূর্তে পিতামাতাকে গৃহস্থালী কার্যাবলী, কৃষি, বন, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি উৎপাদন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা করছে। শহরে শিশুদের এই ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার প্রযোজ্যতা বলতে এখানে এতটুকু বলা যায় যে, শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে যখন তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে তখন তারা তাদের পূর্বে অর্জিত ব্যবহারিক জ্ঞান দ্বারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেশ অবদান রাখতে পারবে। তাছাড়া তাদের কর্মসংস্থান কৃষি বা কৃষিভিত্তিক শিল্পেও তো হতে পারে। যে দেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান সে দেশের শিশু-কিশোর প্রথম জীবন থেকেই তাদের আদি-সংস্কৃতি, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত হবে তা কোন আপত্তির কথা নয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা প্রচলনের জন্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ, সরকারী/বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও দেশের আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও সমর্থন থাকতে হবে। এর জন্য কতিপয় সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। পরে পর্যায়ক্রমে ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণী পর্যন্ত এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

২। সাধারণভাবে স্কুল ছুটির পর ১ ঘন্টা/১½ ঘন্টা পর্যন্ত এই ব্যবহারিক ক্লাস চালু থাকতে পারে।

৩। শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করার জন্য এর জন্য আলাদা নম্বরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এই বিষয়ে ফেল করলে বার্ষিক পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাস করলেও অনোত্তীর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেকোন একজন আগ্রহী শিক্ষককে যেকোন কৃষি শিক্ষা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

৫। ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলার উদ্দেশ্যে বছরান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোরদের কাজের মূল্যায়ন ও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠতম অবদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য সকল শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জনগণের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র উন্নয়নগামী দেশ। প্রতি বছর লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এভাবে ঘটতে থাকলে আগামী ২০০০ সাল নাগাদ আমাদের দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ২০ কোটিতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ চাপ কি ভয়াবহ তা ভাবতেই আশংকা জাগে। অথচ কৃষি প্রধান আমাদের লোকসংখ্যা যেমন বিপুল তেমনি ইতিমধ্যে বেকার সমস্যাও প্রকট রূপ ধারণ করেছে।

বর্তমান বিশ্ব শিল্প, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে পারি না। এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরি উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের উপযোগী করে ঢেলে সাজিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা দরকার। এতে দেশের সঠিক উন্নয়নের পথ যেমন সুপ্রশস্ত হবে তেমনি দেশে সৃষ্টি হবে বিপুল কর্মসংস্থান। আর এই জন্য আমাদের নীচু স্তর থেকেই নজর দিতে হবে। বলা বাহুল্য সকল শিশুদের উচ্চ শিক্ষা ভাগ্যে জোটে না। তাই অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে উৎপাদনমুখী শিক্ষা পেলে তারা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামান্য অবদান রাখতে পারবে বলেও আশা করা যায়। দেশের প্রতিটি শিশু ভবিষ্যতের এক একটি সম্ভাবনাময় উৎপাদন শক্তি হিসাবে গড়ে উঠুক দেশবাসীর কাছে আমাদের এটাই প্রত্যাশা।